

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৬ মে (বুধবার)

[সময়কাল: ০৬.০৫.২০২০-১০.০৫.২০২০]



ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisd@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়া হাওয়া এবং বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। আগামী পাঁচ দিনে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো।

বর্তমানে সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ, পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হবে। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন। পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে পুকুরের চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।

নীচের সকল পরামর্শ বা করণীয় বৃষ্টিপাতের পর সম্পন্ন করতে হবে।

বোরো ধান সংগ্রহের জন্য বিশেষ পরামর্শ:

বর্তমানে হাওর অঞ্চলে অধিকাংশ বোরো ধান সংগ্রহ পর্যায়ে রয়েছে। বছরের এই সময়ে হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা ফসল সংগ্রহে প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী পাঁচ দিনে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কাজেই সতর্কতার সাথে বৃষ্টি না থাকলে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। সংগ্রহ করার পর দ্রুত ফসল নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।

অন্যান্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

বোরো ধান:

বোরো ধানে গাঙ্গী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গাঙ্গী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টি না থাকলে অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বোরো চাষ পুরোদমে চলছে। কাজেই অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

ভুট্টা:

- ৬০-৭০ দিন বয়সী গাছে তৃতীয় সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন। এ সময় বৃষ্টিপাতের পানির সদ্যবহার করা যেতে পারে।

- আগাছা নিধন করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি অথবা সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- টেঁড়শের লীফ হপার পোকাকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টেঁড়শ, কুমড়া, শশা, খুন্দল, লাউ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন সবজির আন্তঃপরিচর্যা করুন।
- টমেটোর পাতা কৌঁকড়ানো রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলা ও পেঁপে গাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন। পরিপক্ক কলা ও পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম কপারঅক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- আমের হপার পোকা, ছাতরা পোকা নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আমের ফল ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আমে ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- বীজ বপন সম্পন্ন করুন।

গবাদি পশু:

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁস মুরগীর থাকার জায়গায় যথাযথ তাপমাত্রা বজায় রাখুন। পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাবার এবং পানির ব্যবস্থা করুন।

মৎস্য:

- মাছ ধরার পর সরঞ্জামসমূহ সাবানপানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- পুকুরে মাছ ধরা ও অন্যান্য কাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (০৬ মে ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৫ মে ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৬ মে ২০২০ এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	সামান্য	৩৫.৪	২২.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	২০	৩৫.৫	২১.০
	টাঙ্গাইল	১৬	৩৫.৩	২১.৪		ঈশ্বরদী	১২	৩৫.৮	২১.০
	ফরিদপুর	২৪	৩৪.৯	২০.৭		বগুড়া	৫৩	৩৪.৫	২১.৪
	মাদারীপুর	০০	৩৫.০	২৪.৩		বদলগাছী	৩৩	৩৩.৬	২১.০
	গোপালগঞ্জ	৩০	৩৪.৬	২১.২		তাড়াশ	৪৫	৩৪.২	২০.২
	নিকলি	৩০	৩৫.০	২০.৫		রংপুর	রংপুর	১৫	৩৩.১
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪৪	৩৩.২	২১.৪	দিনাজপুর		১৮	৩২.৭	২১.২
	নেত্রকোনা	২৮	৩২.৭	২০.৬	সৈয়দপুর		১৫	৩৩.৪	২১.০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩২.৮	২৬.৫	তেঁতুলিয়া		০৭	৩১.৭	২০.০
	সন্দ্বীপ	০০	৩৩.৩	২১.০	ভিমলা	১১	৩২.০	২১.০	
	সীতাকুন্ড	০০	৩৩.৬	২৬.২	রাজারহাট	২৯	৩২.৮	২১.০	
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৪.০	২৪.০	খুলনা	খুলনা	০১	৩৫.৪	২১.৮
	কুমিল্লা	০০	৩৩.৪	২২.৫		মংলা	০০	৩৫.৯	২২.০
	চাঁদপুর	০০	৩৫.২	২২.২		সাতক্ষীরা	২১	৩৫.৫	২১.০
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৫.৩	২৩.০		যশোর	২০	৩৬.২	২১.২
	ফেনী	০৭	৩৪.০	২২.০		চুয়াডাঙ্গা	১৯	৩৫.৩	২০.২
	হাতিয়া	০০	৩২.৫	২২.০		কুমারখালী	৩৭	৩৫.৩	২০.৭
	কক্সবাজার	০০	৩৩.৫	২৬.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৫.০	২১.৩
	কুতুবদিয়া	০০	৩২.৮	২৬.২		পটুয়াখালী	০০	৩৫.৭	২২.০
	টেকনাফ	০০	৩৩.৮	২৪.৭		খেপুপাড়া	০০	৩৪.০	২৩.১
সিলেট	সিলেট	৫৪	৩১.৯	২০.৬		ভোলা	০০	৩৪.৩	২১.৪
	শ্রীমঙ্গল	২৩	৩৩.০	২২.২					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

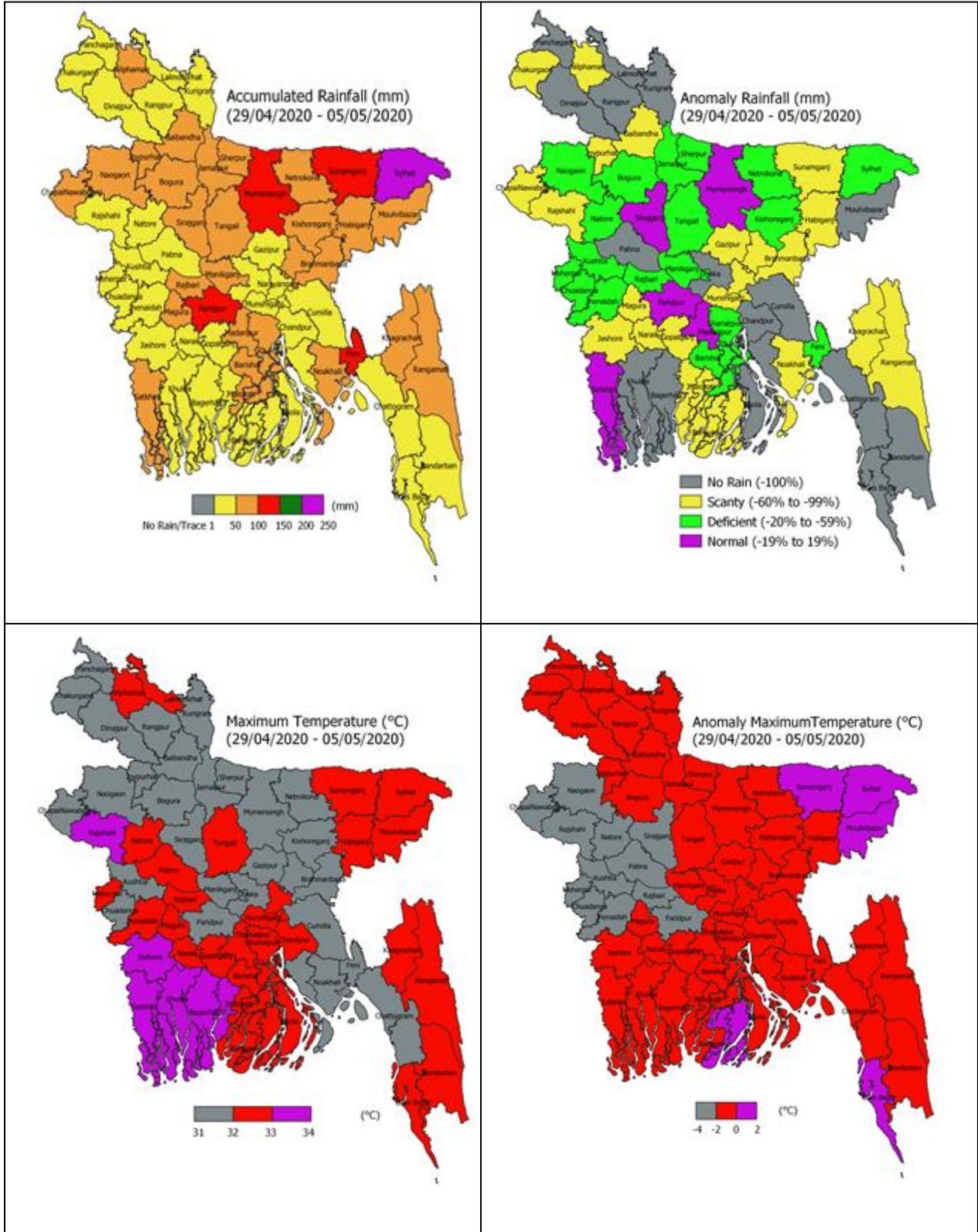
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৩০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫০ মিঃ মিঃ ছিল ।

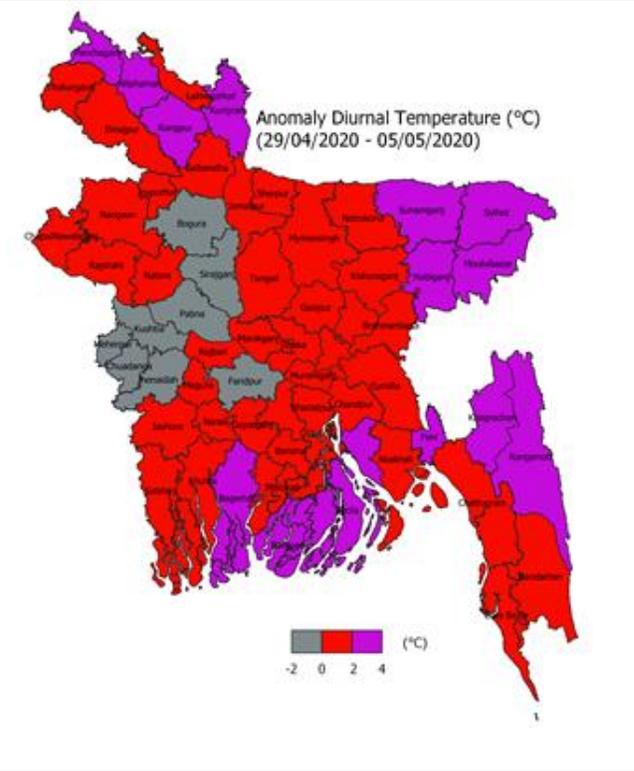
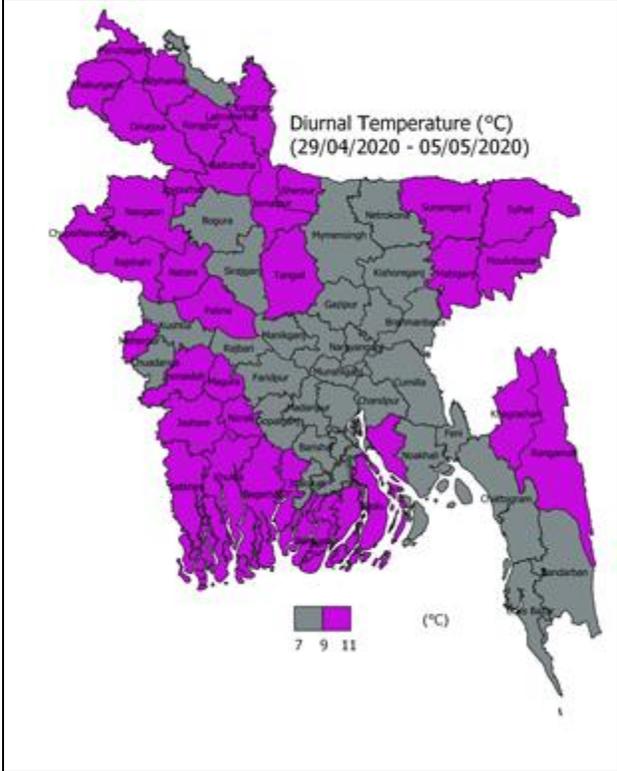
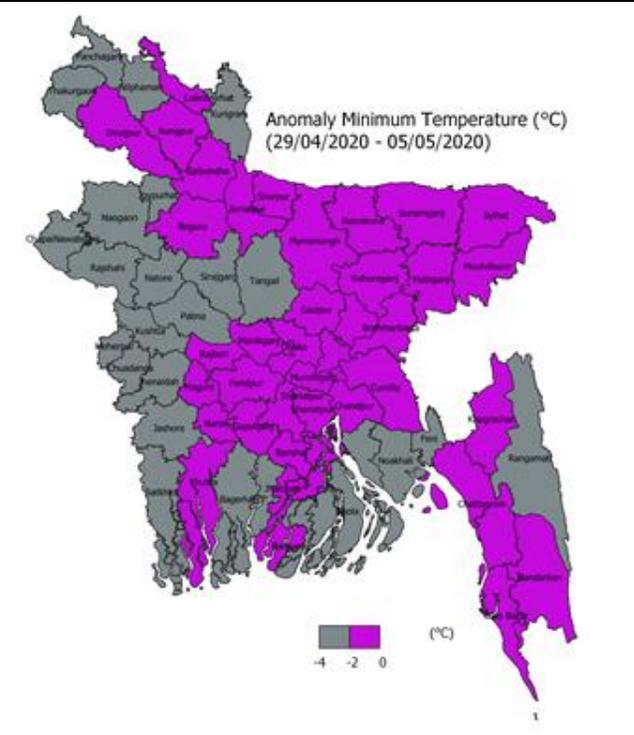
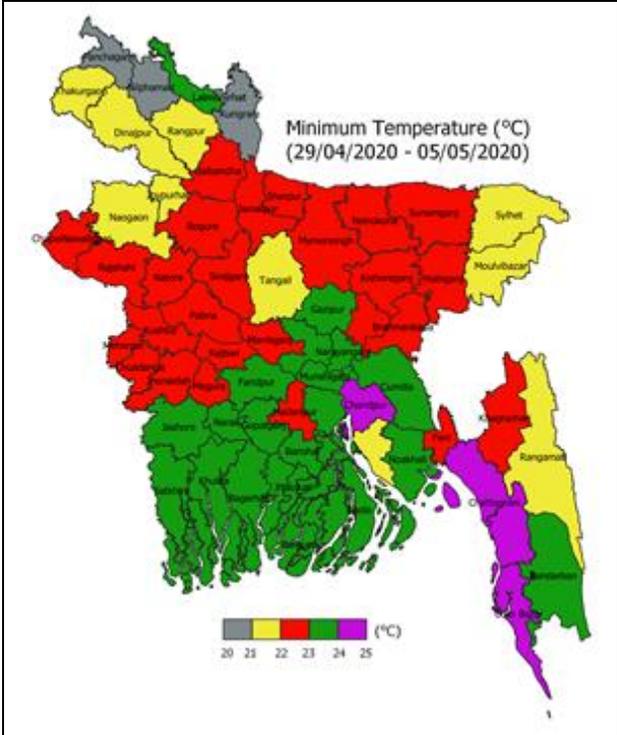
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

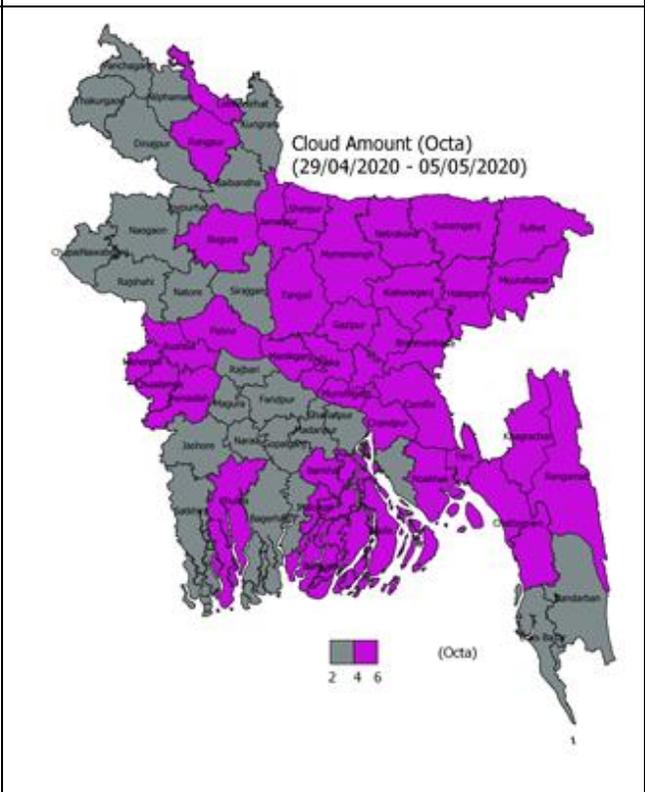
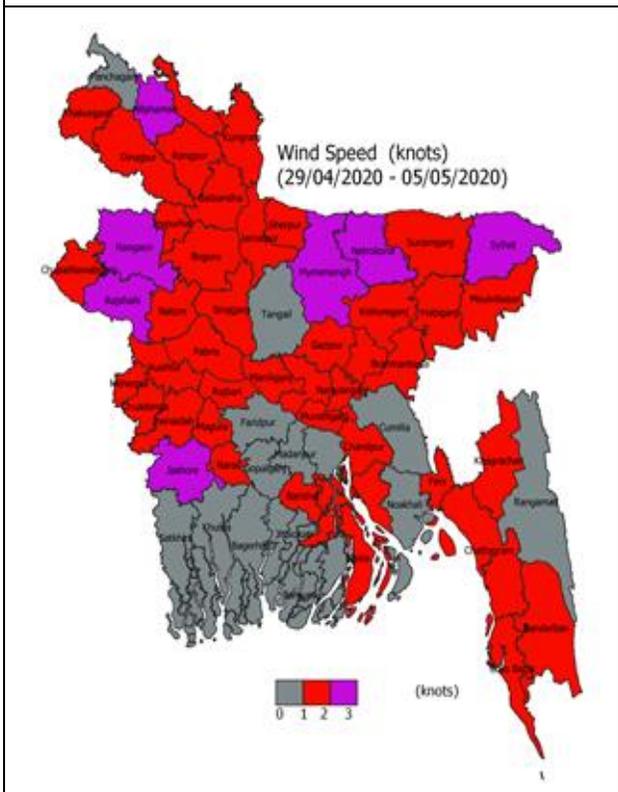
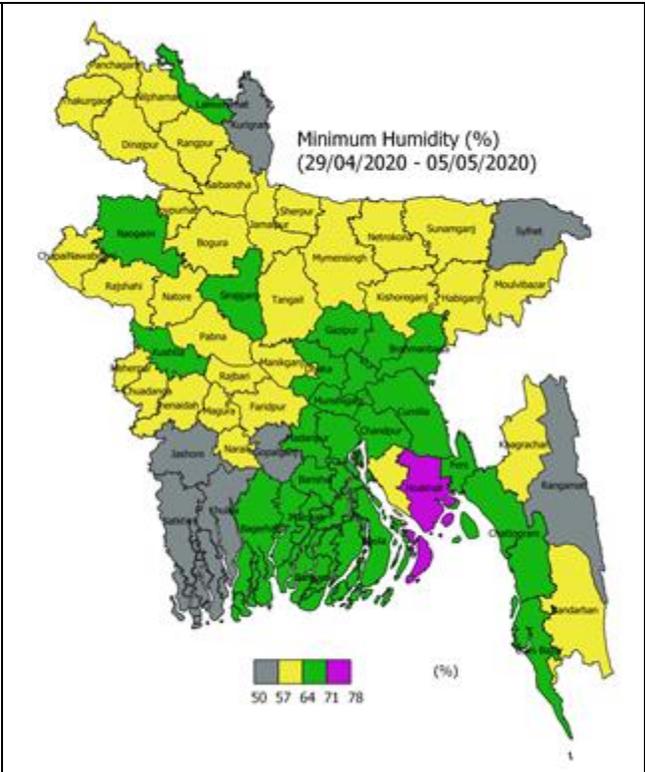
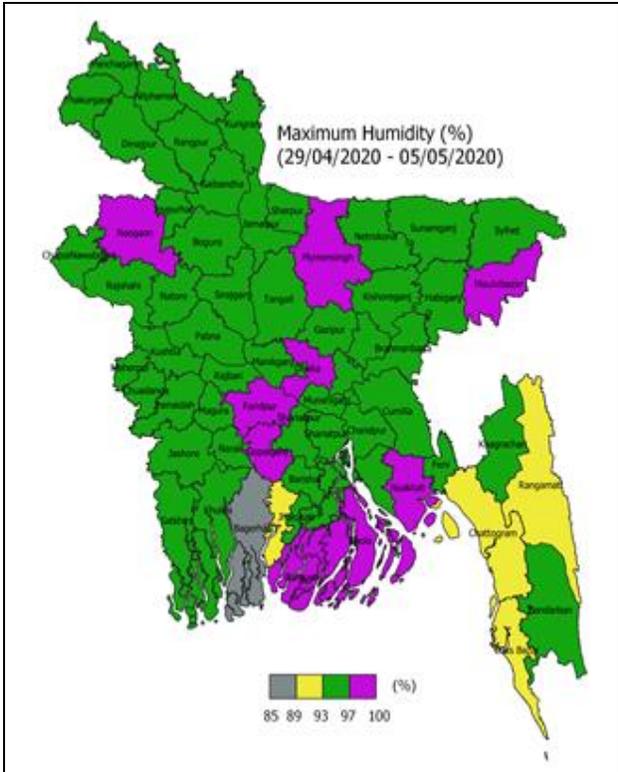
পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া এবং বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে ।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (০৫ মে ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

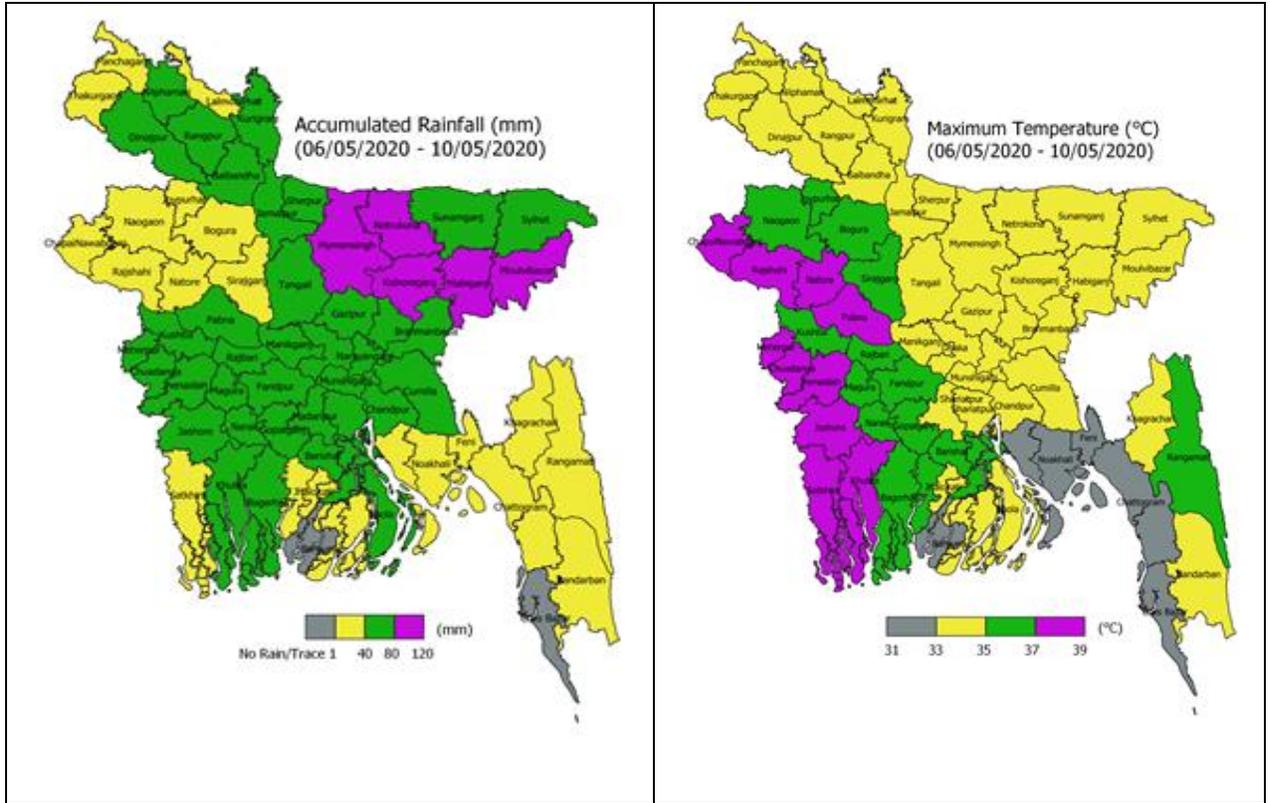
আবহাওয়া পূর্বাভাস ০১/০৫/২০২০ হতে ০৯/০৫/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

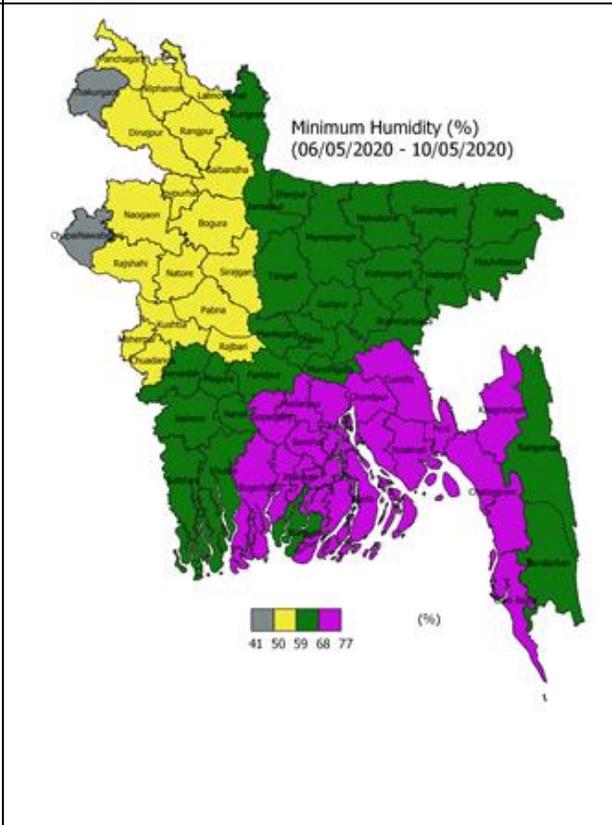
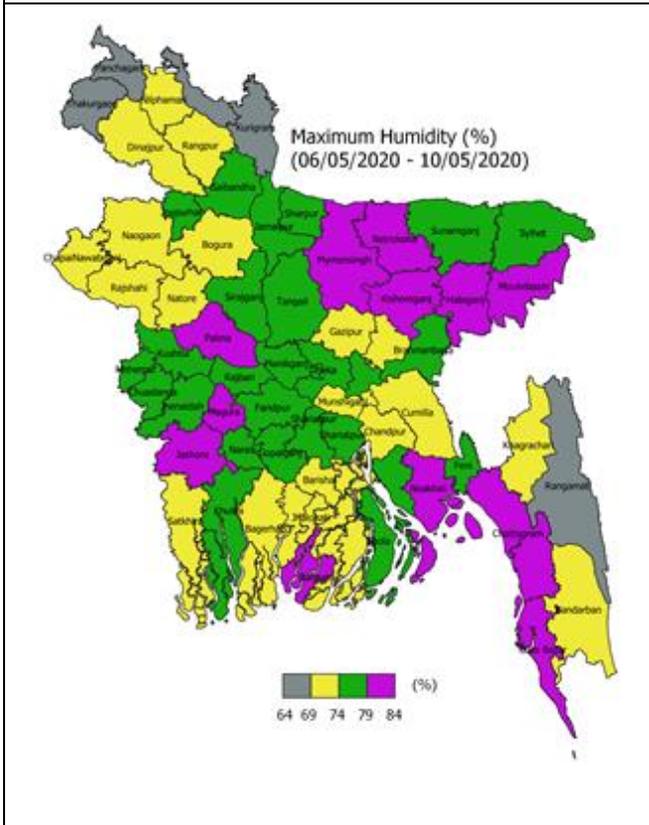
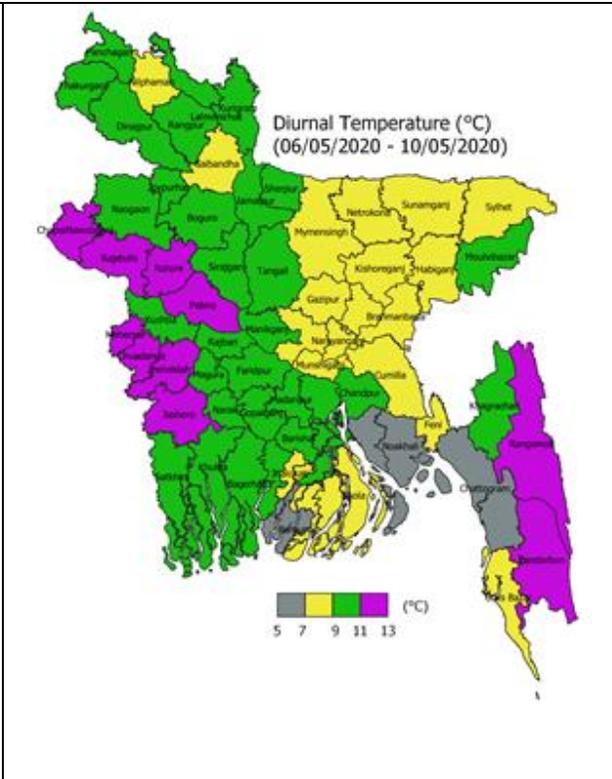
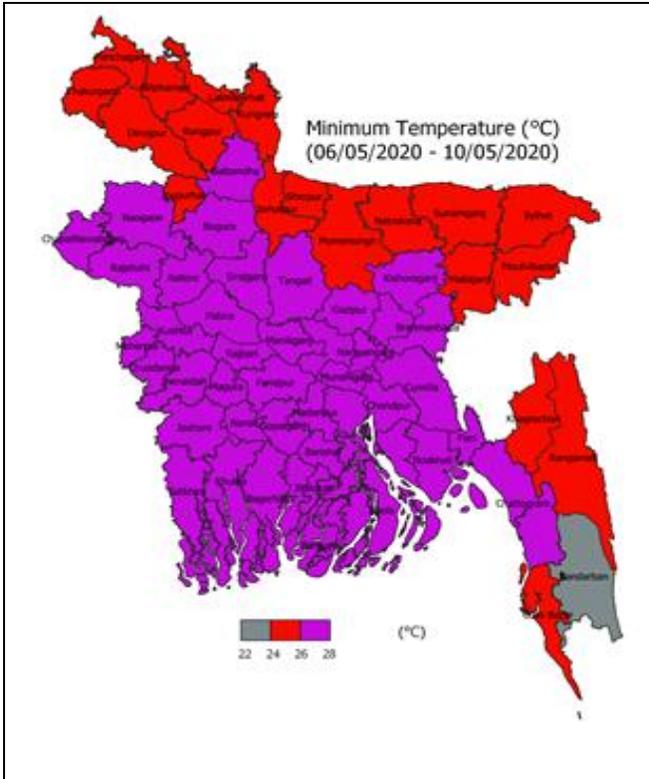
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘণ্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

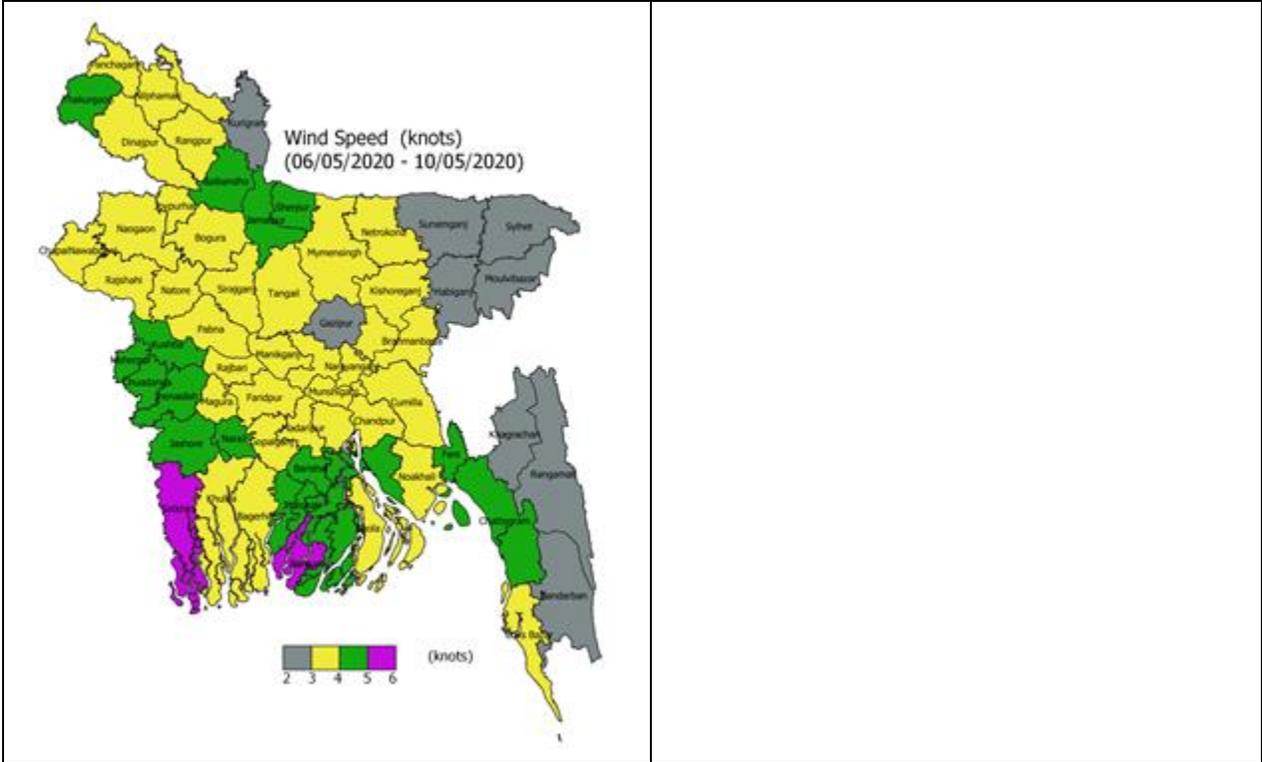
আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে ।

- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু স্থানে অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে । সেই সাথে সারাদেশে কোথাও কোথাও শিলাসহ মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে ।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

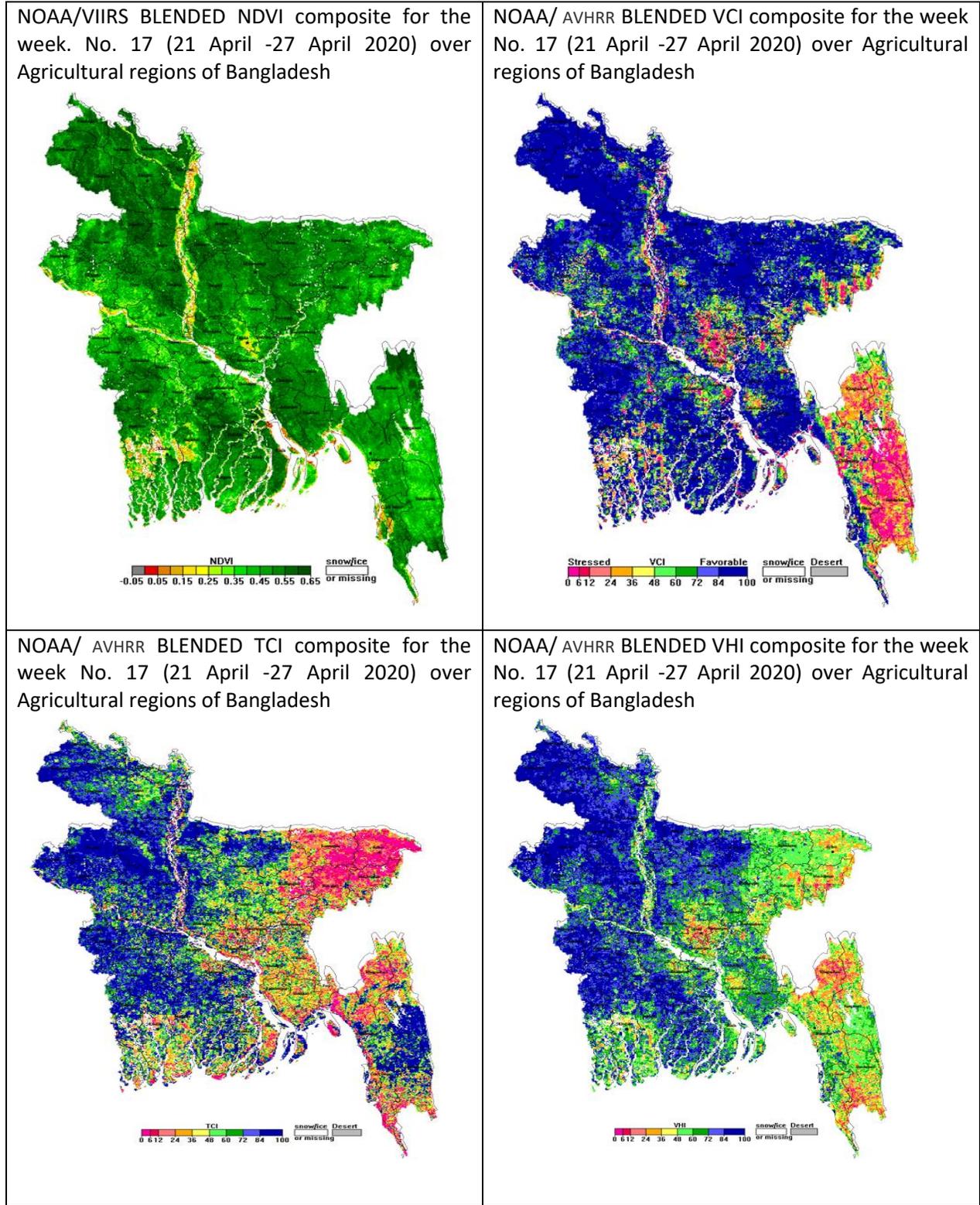
আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৬ মে হতে ১০ মে ২০২০ পর্যন্ত)





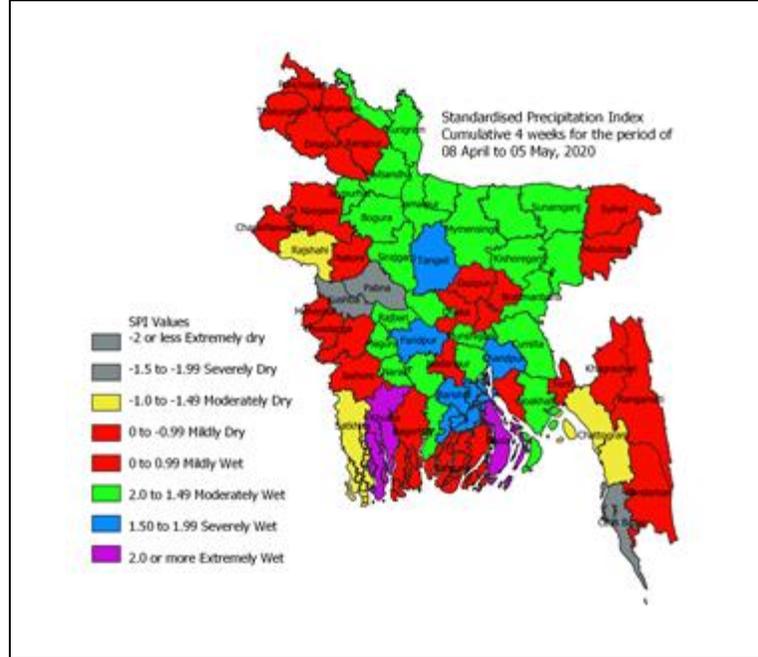


বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:



Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহে (এপ্রিল ২০২০) দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ অতিমাত্রায় ভেজা পরিস্থিতি ছিল এবং কেন্দ্রীয় অংশ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভেজা পরিস্থিতি ছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলগুলিতে সামান্য অংশ শুক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।



ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর